যোগেনের টরন্টো পর্ব

নীলাদ্রি চাকী

শরৎকাল আমাকে আচ্ছন্ন করে। আমার আবাল্যের সেই শরৎকাল। এদেশে শরৎকালকে বলে Fall। এর সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য হলো Fall colour। ঝরে পড়ার আগে গাছের পাতা কখনো লাল, গেরুয়া হলুদ। কখনো বা শুধুই কমলা রঙের। আদিগন্ত বনভূমি জুড়ে কেবল রঙ আর রঙ। প্রকৃতির এই বিলাসিতা ধরা দিয়েছে কানাডার শিল্পীদের তুলিতে। Tom Thompson (১৮৭৭-১৯১৭) এর একটি ছবির নাম Autumn Foliage— ছবিতে কেবল রঙ আর রঙ। 'কে রঙ লাগালে বনে বনে।' । ঠিক এই সময় যোগেন চৌধুরী সপরিবারে এদেশে বেড়াতে আসাতে তাঁদের বাড়তি লাভ হলো এই Fall colour দেখা।

যোগেনের সাথে আমার E-mail-এ যোগাযোগ ছিল। কবে আসছেন। এখান থেকে কোথায় যাবেন। সর্বতীর্থসার নায়গ্রা ফলস্ দর্শন যেন অবশ্যই হয়—এই সব। শুরুতে একটা হাতে লেখা চিঠি পেয়েছিলাম। পাশে পেন দিয়ে দুয়েকটি টানের কারুকার্য। আজকাল আর কেউ চিঠি দেয় না। E- mail পাঠায়। আমিও সেই ভাবে উত্তর দিই। একেবারে হাতে হাতে উত্তর। তবুও চিঠি পেতে ইচ্ছা করে।

যোগেন টরন্টোতে ছিলেন ১৬ থেকে ২১ শে অক্টোবর (২০০২ সাল) New York-এর একক এক্সিবিশনের প্রাক্কালে। ওঁর পরিচিতদের মধ্যে আরো দুটি দম্পতি রয়েছেন এখানে। পলিন ও দীপক মজুমদার, ক্যাথী ও যোশেফ ও'কোলেন । এঁরা সবাই টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আমারও দীর্ঘদিনের বন্ধু এঁরা। আমরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের Bengal Studies Committee'র সদস্য। বর্তমানে পলিন প্রেসিডেন্ট, আর এই নিবন্ধ লেখক সেক্রেটারী। এই কমিটি থেকে আমরা ঠিক করি Toronto University তে যোগেনের special lecture হবে ১৮ই অক্টোবর। সেইমতো শিল্প-কলা এবং অন্যান্য বিভাগে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। আরেকটি আলোচনার আসর হবে বাঙালীদের গীতাঞ্জলী সাহিত্য আড্ডাতে। এছাড়া ছিল ১৭ই অক্টোবর Art Gallery of Ontario এবং ১৮ই অক্টোবর Royal Ontario Museum এব South Asian Department-র Lunch এর নিমন্ত্রণ। এছাড়া টরন্টোতে দেখার আছে অনেক। নায়গ্রা রয়েছে। দূরে প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে তোলা Art Gallery রয়েছে McMichael Collection । মাঝে মাঝে কিছু নির্ভেজাল আড্ডা।

ইউনিভার্সিটিতে লেকচারের জন্য যোগেনকে কুণ্ঠিত ভাবে ছবির কিছু slide আনতে বলেছিলাম। কারণ নিজের ছবি নিয়ে ওঁর কিছু বলার অনীহার কথা জানতাম। যোগেন আমাদের দেশের সেরা চিত্রকরদের মধ্যে একজন। সারা পৃথিবীর বিগত ও বর্তমান কৃতী শিল্পীদের মধ্যে যোগেন রয়েছেন আপন চিন্তা ও কর্ম নিয়ে। এই অনন্য শিল্পীর একটি ছবির কথা মনে পরে। CIMA Art Gallery তে যোগেনের এক্সিবিশনে দেখা Woman in th blue sari । ইজেলের বাঁদিকে একটি নারী, ভয়ার্ত তার চোখ। বাতাসে উড়ছে **তার** কেশরাশি ও নীল শাড়ীর আঁচল। পাশে বাঘ আক্রমণ করেছে একটি মানুষকে। মানুষটির শরীরে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই। এ যেন অসীম নিস্পৃহতায় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। আমার কিছু অপটু উৎসাহ রয়েছে বিভিন্ন গ্যালারীতে ছবি দেখার। এই ভাবে অনেক ছবি মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। যেমন St. Petersberg এর Hermitage এ মাতিসের The dance, নিউ ইয়র্কের Metropolitan Museum ও পরে মাদ্রিদের EL Prado তে Picasso র Guernica, Oslo তে Edvard Munkh এর Scream অথবা হাতের কাছে রামকিংকরের 'বধ্যভূমি'। এইসব অন্তর কাঁপিয়ে দেয়া ছবির পাশে আমি নির্দ্বিধায় বসাতে পারি Woman in th blue sari। শুনেছি এই ছবি এখন বিদেশী সংগ্রাহকের কাছে। ভারতের কোথাও থাকলে তা আমাদেরই থাকতো।

সেদিন ইউনিভার্সিটির বক্তৃতার শেষে নানা প্রশ্নের জবাব উনি দিচ্ছিলেন। অবান্তর প্রশ্ন ছিল। অনেক প্রশ্নের উত্তরে শিল্পের নন্দনতত্ত্ব ছুঁয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সেদিনের কথা নিয়ে উত্তর আমেরিকার নামী পত্রিকা India abroad-এ যে খবর ছাপা হলো তার শিরোনাম "Artist Jogen Chowdhury enthralls students at Toronto University".

২০শে অক্টোবর বাঙালীদের আসরে শিল্পকলা নিয়ে যোগেনের আলোচনা আমার মনে থাকবে। অনেকবছর আগে কবি অমিয় চক্রবর্তী আমাকে নিউইয়র্ক প্রদেশের নিউ পলৎস থেকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন— "New Paltz এর গভীর দূরত্বে বসে বাংলা ভাষায় নিবিড় রাত্রে কি করে কবিতা মনে উদয় হয় তার রহস্য আজ অবধি বুঝতে পারিনি।" মনে হয় ছবি আঁকার প্রেরণাও এই ভাবেই আসে। — আকাশ ঝেঁপে। রবীন্দ্রনাথের একটা গান রয়েছে। বসন্তের গান। " সহসা ডালপালা তোর উতলা যে ও চাঁপা, ও করবী।" এই বুঝি কবিতা লেখা বা ছবি আঁকার ব্যাকুলতা। সৃষ্টির প্রথম শর্ত — তারপর থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার।

যোগেনের ছবির মধ্যে একটা তির্যক ভাব রয়েছে। অনেক ছবিতে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ রয়েছে। এলোমেলো করে দেবার মতো একটা চিন্তা রয়েছে। এছবির রসগ্রহণে দর্শককেও তৈরী হতে হবে। এ জগতে কোন সৃষ্টিই সর্বত্রগামী হয় না। একই সঙ্গে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষের কাছে তা আবার ভালবাসার ধন হয়ে ওঠে। যোগেনের আসা উপলক্ষে এমন একজন মানুষের সাথে পরিচয় হলো। তিনি McMaster University 'র অধ্যাপক Phyllis Granoff । তিনি ৮/১০ বছর আগে যোগেনের ৬টা ছবি কিনেছিলেন। সেই থেকে সখ্যতা গড়ে উঠেছে শিল্পীর সাথে শিল্প রসিকের। Niagara Falls যাওয়ার পথ দ্বিপ্রাহরিক আহারের নিমন্ত্রণ ছিল অধ্যাপকের বাড়ীতে। বসার ঘরে, লাইব্রেরীতে সাজানো যোগেনের ছবি। মহিলা ভালো বাংলা জানেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সংকলনের অনুবাদ করেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে প্রখর অনুভূতি। যোগেনের ছবি ভালবাসার উৎস সেখানেই। এই অধ্যাপকের বাড়িতে গিয়ে নতুন করে অনুভব করলাম, বাড়ীতে ছবি অথবা ছবির প্রিন্ট থাকলে ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ে না। কিন্তু প্রতিদিনের জড়ত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

Toronto University তে একজন শ্রোতা (খুব সম্ভব আফ্রিকার ছাত্র) প্রশ্ন করেছিলেন যোগেনের ছবি Expressionism পর্য্যায় পড়ে কিনা। আমরা মোটামুটি একটা লাইন টেনে বলি এই শিল্পী Expressionist, ওই শিল্পী নয়। এডভার্ড মুংখ, ক্যাথে কলভিৎস Expressionist। সেই সঙ্গে চোখের বিভিন্ন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি Expressionism পর্যায়ের । তাহলে গগ্যাঁর সেই ছবি, ১৮৯৭ তাহিতিতে আঁকা " Where do we come from? What are we? Where are we going"— তে। যার আদিগন্ত মৌনতা মানুষকে আপ্লুত করে, সেই ছবি Expressionist নয় কেন? অবশ্য সেদিনও এই প্রশ্নের কোন সমাধান হয় নি।

টরন্টো ছেড়ে যাওয়ার আগের দিন আমরা গেলাম শহর থেকে অনেক দূরে McMichel collection দেখতে। প্রকৃতির মধ্যে তৈরী এ এক অসাধারন Art Gallery । গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ১৯২০ সাল নাগাদ কানাডার সাতজন শিল্পী Group of Seven নামে একটি দল তৈরী করেন। বিশেষ করে তাঁদেরই ছবি এই Gallery তে। এই শিল্পীরা নানাভাবে প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। এ যেন আদিম মানুষের মতো প্রকৃতির উপাসনা। এদেশের অনেকটাই, বছরে আটমাস বরফে ঢাকা। তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত। ধরিত্রির এই শান্ত সমাহিত ভাব আর প্রতিকূল পরিবেশ ধরা দিয়েছে এই শিল্পীদের ছবিতে। এঁদের অনেকে একটি বিশেষ ছবি এঁকেছেন। সমুদ্রের মতো লেকের ধারে একটি পাইন গাছ ঝড়ে নুয়ে পড়েছে। জলে ঝড়ের বাতাসে উত্তাল তরঙ্গ। এই প্রতিকূলতার মধ্যে গাছটি আকাশ ও মাটিকে স্পর্শ করে আছে। এ যেন মানুষের অপরাজেয় প্রতীক। এই Gallery 'র ছবি দেখে যোগেন বললেন যে এই শিল্পীরা দক্ষ, কিন্তু জীবনের বিবর্ণতা এঁদের চোখে পড়েনি। যোগেনের এই কথায় মনে হলো সত্যিই তো এঁরা দেখেনি ৪৩'র মন্নন্তর, 'ফ্যান দাও' এই আর্ত চিৎকারে এঁদের অন্তর কেঁপে ওঠেনি। ৪৬'র দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু কলোনী, নকশাল আন্দোলন শিল্পীদের কাছে অচেনা-অজানা এক বিশ্ব। প্রতিদিনের বাঁচবার লড়াই এঁদের করতে হয় নি। তাই কি ওই শিল্পীদের ছবিতে এত শান্ত-সমাহিত ভাব!

পরের দিন সকালে, সোমবার ২১ শে অক্টোবর, ২০০২, সপরিবার যোগেনের টরন্টো পর্ব শেষ হলো। কম কথার মানুষ যোগেনের পুত্র সৌম্য। প্রখর তার শিল্পবোধ। গ্যালারীর ছবি দেখে ওর কিছু মন্তব্য অবাক করেছে। ছবির বিচারে যোগেনের স্ত্রী শিপ্রাবৌদিও কম যান না। একেই বলে সঙ্গদোষ। প্লেন ছাড়লো সকাল ১১টায়।

যোগেনের দিগন্ত থেকে দিগন্ত পরিক্রমা কালজয়ী হোক।